BCS প্রিলি. লেকচার শিট নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

লেকচার ০২

Lecture Contents

- সুশাসন ও মূল্যবোধ (Good Governance and Values)

সুশাসনের ধারণা ও সংজ্ঞা

Good Governance বা সুশাসন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন 'শাসন ব্যবস্থা' বা 'Governance' বলতে কী বোঝায়। 'গভর্নেন্স' একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে তাত্ত্বিকদের মধ্যে 'গভর্নেন্স বিষয়ে সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'গভর্নেন্স'কে এর আগে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'শাসন ব্যবস্থা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে।

প্রমাণ সংজ্ঞা—

ল্যান্ডেল মিলস এবং সেরাজেল্ডিন (Landell Mills and Serageldin)-এর মতে	'জনগণ কীভাবে শাসিত হয়, কীভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালিত হয়, কীভাবে দেশের রাজনীতি আবর্তিত হয় এবং একই সাথে এ সকল প্রক্রিয়া কীভাবে লোকপ্রশাসন ও আইনের সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়কে 'গভর্নেন্স' বলে।'
The Oxford English Dictionary-তে শাসনের প্রক্রিয়া	শাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হিসেবে গভর্নেন্সকে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'গভর্নেন্স' শব্দটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ করে 'সুশাসন' (Good Governance) শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে 'গভর্নেন্স'-এর নরমেটিভ উপাদানের প্রকাশ ঘটেছে। এর ফলে সুশাসনের অর্থ দাঁড়িয়েছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, Good Governance বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এ চারটি স্তম্ভ হলো- ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ। সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ করা যায় না।
'সুশাসন' সম্পর্কে একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ম্যাককর্নী (MacCorney)। তাঁর মতে	'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।' সর্বশেষে বলা যায় যে, প্রশাসনের যদি জবাবদিহিতা (Accountability), বৈধতা (Legitimacy), স্বচ্ছতা (Transparency) থাকে, এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাক স্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা থাকে তাহলে সে শাসনকে 'সুশাসন' বলে।

সুশাসন সম্পর্কিত বিখ্যাত বই

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
Leviathan (**)	Thomas Hobbes	The Two Income Trap	Elizabeth Warren
Confidentiality Policy	Gordon Owen	Misbehaving (**)	Richard H. Thaler
Seing Like a State	James C. Scott	Political Order and Political Decay (**)	Francis Fukuyama
Political Man (**)	Seymour Martin Lipset	The Politics of the Governed (**)	Partha Chattergee
On Tyranny	Timothy Snyder		

সুশাসনের ভিত্তি ও উপাদান

রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত নব্য একটি ধারণা হচ্ছে সুশাসন। বিশ্বব্যাংক প্রবর্তিত সুশাসনের ধারণাটি মূলত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রযুক্ত কতকগুলো শর্ত বা বিষয়ের সমন্বিত রূপ। আর এসকল শর্ত বা বিষয়কেই সাধারণত সুশাসনের উপাদান বলা হয়। তবে সুশাসনের উপাদানসমূহ সংস্থা ও রাষ্ট্রভেদে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে থাকে।

সুশাসন সম্পর্কে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে UNDP। এ সংস্থাটি ১৯৯৭ সালে সুশাসনের উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। UNDP এর মতে, 'সুশাসন সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে।'

⇒ UNDP (১৯৯৭) সুশাসন নিশ্চিত করতে ৯টি উপাদানের উল্লেখ করেছে। এগুলো হলো-

১. সম অংশীদারিত্ব ।
২. আইনের শাসন।
৩. স্বচ্ছতা।
৪. সংবেদনশীলতা ।
৫. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রাধান্য।
৬. সমতা ও ন্যায্যতা ।
৭. কার্যকারিতা ও দক্ষতা।
৮. জবাবদিহিতা এবং
৯. কৌশলগত লক্ষ্য।

⇒ UNHCR সুশাসনের উপাদান চিহ্নিত করেছে ৫টি

1. Transparency
2. Responsibility
3. Accountability
4. Participation
5. Responsiveness

১৯৮৯ সালে সাব-সাহারান দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম সুশাসন ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করে। ১৯৯০ সালের দিকে সংস্থাটি তাদের পলিসিতে সুশাসনকে এজেন্ডাভুক্ত করে। ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক উন্নয়ন কনফারেন্সে সুশাসন একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

⇒ বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান ৪টি

১. সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা।
২. যথাযথ বা বৈধ উন্নয়ন কাঠামো।
৩. দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা।
৪. স্বচ্ছতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ।

⇒ IDA সুশাসনের ৬টি উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করে (১৯৯৮)

১. টেকসই কাঠামোগত সংস্কার।
২. সম্পত্তি অধিকার এবং আইনের শাসন।
৩. গুণগত বাজেট এবং পাবলিক বিনিয়োগ প্রক্রিয়া।
৪. রাজস্ব সংগ্রহের দক্ষতা এবং সাম্য।
৫. সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা এবং সমতা।
৬. জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা।

⇒ জাতিসংঘ সুশাসনের ৮টি উপাদান সম্পর্কে আলাচনা করেছে-

১. মতামতের উপর নির্ভরশীলতা
২. দায়বদ্ধতা
৩. অংশগ্রহণমূলক সুশাসন
৪. কার্যকরী ও দক্ষ প্রশাসন
৫. আইনের শাসনের অনুসারী
৬. জবাবদিহিতা
৭. স্বচ্ছতা ও
৮. ন্যায় বিচারের প্রবণতা।

⇒ ESCAP সুশাসনের ৯টি উপাদানের কথা বলেছে-

১. মৌলিক অধিকার
২. নাগরিক অংশগ্রহণ
৩. আইনের শাসন
৪. দায়িত্বশীলতা
৫. স্বচ্ছতা
৬. সকলের মতের ঐক্য
৭. জবাবদিহিতা
৮. সাম্য ও সর্বভুক্তিকরণ এবং
৯. কার্যকারিতা ও দক্ষতা।

⇒ কৌটিল্য এর মত অনুসারে সুশাসনের চারটি উপাদান হলো–

১. আইনের শাসন
২. প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা
৩. ন্যায়বিচার ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং
৪. দুর্নীতিমুক্ত শাসন।

⇒ African Development Bank এর মতে সুশাসনের উপাদান ৫টি-

১. জবাবদিহিতা
২. স্বচ্ছতা
৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ
৪. আইন
৫. বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন

এডিবি ও সুশাসন

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে চিহ্নিত করেছে। ADB এর মৌলিক রিপোর্টে সুশাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

১. জনগণ কী সম্পূর্ণভাবে সুশাসনে অংশগ্রহণ করতে পারে?
২. জনগণ কী সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত?
৩. সুশাসনে নারী এবং পুরুষ কী সমান।
৪. দারিদ্র্যের চাহিদা ও অসুবিধা কী দূর হয়?
৫. সুশাসন এর কাঠামো জনগণ কী নিজের মনে করে?
৬. জনগণ কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা অন্ততপক্ষে যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা কী জনগণের কাছে দায়ী থাকে?
৭. বর্তমানে যে সকল নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় তাতে কী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?
৮. বর্তমানে এটি সত্য যে, সকল উন্নয়নের জন্য সুশাসন একান্ত প্রয়োজন।

আইএমএফ ও সুশাসন

IMF Good Governance এজেন্ডাটি গ্রহণ করে ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত যতক্ষণ আইএমএফ 'গভর্নেন্স পলিসি' কে গ্রহণ করেনি, ততদিন এটি রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরবর্তীতে আইএমএফ ফোকাস করে 'The development and maintenance of transparent and stable economic and regulatory environment' এর উপর।

⇒ সংস্থাভিত্তিক সুশাসনের উপাদানের সংখ্যা-

UNDP	UNHCR	IDA	বিশ্বব্যাংক
৯টি	৫টি	৪টি	৪টি
জাতিসংঘ	AFDB	ADB	কৌটিল্য
৮টি	৫টি	৪ টি	৪ টি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

১. জাতিসংঘ চিহ্নিত ৮টি উপাদান ছাড়াও সুশাসনের আরও যেসব উপাদানের কথা বলা হয়, সেগুলো হলো- নীতি ও ঔচিত্যবোধ, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাধীন গণমাধ্যম, অবাধ তথ্য প্রবাহ, সুযোগের সমতা, দুর্নীতি মুক্ততা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শক্তিশালী বিরোধী দল ইত্যাদি।
২. আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।
৩. সম্পদের অপচয়, বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে দুর্নীতির কারণে।
৪. রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ দেখা যায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়।
৫. গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলা হয় সামরিক শাসনে।
৬. বিচার বিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায় - স্বাধীন বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
৭. আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হয় - বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
৮. দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে দেখা যায় সচেতনতার অভাব।
৯. দরিদ্র ও অসচেতন জনগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন।
১০. রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে কার্যকরস্থানীয় সরকার দ্বারা।
১১. সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় সরকার কাঠামো খুবই দুর্বল ও অকার্যকর।
১২. সরকারের প্রশাসন যন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে জনগণ সচেতন না হলে।
১৩. সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম।
১৪. মানবাধিকার রক্ষা, মৌলিক অধিকার উপভোগের অনুকূল পরিবেশ রক্ষা, জবাবদিহিতা কার্যকর করা, প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়- স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া।
১৫. জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়— অসাম্প্রদায়িক চেতনার অভাবে।
১৬. আইনের শাসনের প্রবৃত্তিগুলো হলো শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও আইনের শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ। অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আচরণ হবে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক।
১৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে উচ্চাভিলাষী ও ভুল সিদ্ধান্ত।
১৮. রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিসর্জন দিতে হয় ক্ষুদ্রস্বার্থ। সততা ও সতর্কতার সাথে ভোট প্রদান ও প্রার্থী বাছাই, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না সুশাসনের অভাবে।
১৯. আইনের শাসন না থাকলে বাধাগ্রস্ত হয়- সুশাসন।
২০. রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ হলো- আইনের শাসন।
২১. একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন হচ্ছে- সুশাসন।
২২. উৎকৃষ্ট নাগরিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়- আইনের শাসনের উপস্থিতি ছাড়া।
২৩. অংশগ্রহণ মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অভিমতটি- UNDP-র।
২৪. সুশাসন অগ্রাধিকার দেয়- সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজকে।
২৫. জনগণের অধিকার রক্ষার রক্ষাকবচ- আইনের শাসন।
২৬. স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলো- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।
২৭. অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয় -সুশাসন।
২৮. জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে সুশাসন।
২৯. সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত-কার্যকরী গণতন্ত্র।
৩০. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের প্রাণ।
৩১. সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো- অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।
৩২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থ সর্বোচ্চ জনকল্যাণে ব্যয় হবে, এটি হলো-সুশাসনের আর্থিক নীতি।
৩৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
৩৪. স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে - সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে।
৩৫. দুর্নীতি রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচন হলো– অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।
৩৬. নাগরিকদের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়।
৩৭. দুর্নীতি রোধ করতে সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা।
৩৮. রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশক- সুশাসন।
৩৯. গণতন্ত্রকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে- সুশাসন।
৪০. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা নির্ভর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।
৪১. উন্নয়নশীল দেশে আমলারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাইরে থাকেন - রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে।
৪২. লাল ফিতার দৌরাত্ম্য সমার্থক- গতানুগতিক আমলাতন্ত্রের।
৪৩. গণতান্ত্রিক চর্চা, মূল্যবোধের বিকাশ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রয়োজন-সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।
৪৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে - ই-গভর্নেন্স।
৪৫. আমলারা জনসেবক হয়েও প্রভুর মত আচরণ করেন- জনগণের অসচেতনতার কারণে।
৪৬. প্রশাসন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে ও সুশাসন ব্যাহত হয় - প্রশাসনের জবাবদিহিতার অভাবে।
৪৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠিত হবে স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ।
৪৮. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ।
৪৯. নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত ও আচরণগত উৎকর্ষই হলো শুদ্ধাচার।
৫০. আইনের শাসনের অর্থ আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।
৫১. সুশাসনে অংশগ্রহণ করতে চাইলে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে— কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার।
৫২. সুশাসনের উপাদানকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যথা: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক।
৫৩. সুশাসনের যে নীতি সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে— অংশগ্রহণের নীতি।
৫৪. প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে বলেছেন সুশাসনের চারটি উপাদানের কথা। তন্মধ্যে একটি হলো দুর্নীতিমুক্ত শাসন।

সুশাসনের উপাদানসমূহ

সুশাসনের উপাদানকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। নিম্নে সুশাসনের উপাদানগুলি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলো–

প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানসমূহ	অপ্রাতিষ্ঠানিক উপাদানসমূহ	
১. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ২. কার্যকর সংসদ ৩. সুদক্ষ আমলাতন্ত্র ৪. স্বাধীন বিচার বিভাগ ৫. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ৬. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন	১. নৈতিকতা ২. মূল্যবোধ ও সুশাসন ৩. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ৪. বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ৫. সফল ও কার্যকর নেতৃত্ব ৬. সরকারের দায়িত্বশীলতা ৭. সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।	১. কার্যকর প্রশাসন ২. আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ৩. বিকেন্দ্রীকরণ ৪. সম্পদের সুষম বণ্টন ৫. মানবাধিকারের সংরক্ষণ ৬. নারীর ক্ষমতায়ন ৭. সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা ৮. দুর্নীতির মূলোৎপাটন

সুশাসনের সমস্যাবলি

সুশাসনের ধারণাটি সার্বজনীন নয়। স্থান, কাল, শিক্ষা, জনসংখ্যা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবন যাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমা বিশ্বের সুশাসনের প্রকৃতি স্বভাবতই এক রকম নয়, তবে মৌলিক বিষয়ে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী। একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো– ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। জনগণের কর্তব্য হলো নিজেদের সচেতন হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সুশাসন ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক। ১ম পক্ষ সরকার ও ২য় পক্ষ জনগণ। কাজেই শুধু সরকার পদক্ষেপ নিলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও অংশগ্রহণ করতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়। কেননা, সুশাসন জনগণেরই জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেগুলো পালনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হলো- ১. শিক্ষা ও সচেতনতা লাভ করা, ২. চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা, ৩. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা, ৪. জাতীয়তা ও দেশপ্রেম, ৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ৬. রাজনীতিকে ব্যবসায় রূপান্তর না করা, ৭. সরকারের কাজে সহযোগিতা করা, ৮. আইন মান্য করা।

সুশাসনের ধরন ও প্রকৃতি

শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কী হবে, রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বা আদর্শ কী হবে তার একটি বিস্তৃত রূপরেখাই হলো সুশাসন।

সুশাসনের ধরণগুলো হলো– স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বাধীন প্রচার মাধ্যম, জনবান্ধব প্রশাসন, দুর্নীতিমুক্ত শক্তিশালী বিরোধী দল, সুযোগের সমতা, মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ইত্যাদি। সুশাসনের প্রকৃতি হচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে মানবাধিকার নিশ্চিত করা ও সংরক্ষণ করা।

১. সুশাসনের জন্য প্রয়োজন– স্বাধীন ও শক্তিশালী গণমাধ্যম।
২. সুশাসনের বড় অন্তরায় - দুর্নীতি।
৩. সুশাসনের অর্থ - নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন।
৪. জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় - সুশাসন।
৫. জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি হলো– সুশাসনের মানদণ্ড।
৬. রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে– দুর্নীতি।
৭. সুশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি– আইনের শাসন।
৮. দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অদক্ষ নেতৃত্ব হলো– সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য/সুশাসন প্রতিষ্ঠার শর্ত (Characteristics of good governance/conditions for establishing good governance) :

সুশাসনের সকল নিয়ামকগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে শাসন ও সরকার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. সকল ক্ষেত্রে সমতা।
২. সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা।
৩. জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার।
৫. প্রশাসনিক কাজ কর্মে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
৬. সার্বভৌম ও আইনসভা প্রতিষ্ঠা করা।
৭. নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
৮. স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা।
৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করা।
১০. মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমগুলোর স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
১১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা।
১২. স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা।
১৩. স্বাধীন ও স্বচ্ছ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা।
১৪. দক্ষ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
১৫. অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা।
১৬. জবাবদিহিমূলক বিকেন্দ্রীকৃত সরকার ব্যবস্থা।
১৭. কৃষি ও শিল্প বান্ধব নীতিমালা ও দক্ষ জনশক্তি গঠন ব্যবস্থা।
১৮. উন্মুক্ত বৈদেশিক সম্পর্ক নির্মাণ।
১৯. স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ জাতি।
২০. আইনের শাসন।
২১. মানবাধিকার সংরক্ষণ।
২২. শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা।
২৩. প্রশাসনিক কার্যক্রমে জবাবদিহিতা।
২৪. সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাব (The impact of values education and good governance on national development) :

১. মূল্যবোধ মানুষের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিকে উন্নত করে।
২. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে।
৩. মূল্যবোধের চর্চা ও এর অবক্ষয় সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।
৪. শিশু ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে।
৫. শিক্ষার্থীদের সফল পেশাজীবন পছন্দ করতে সাহায্য করে।
৬. মূল্যবোধ মানুষের সফলতার স্বপ্নের নোঙ্গর হিসেবে কাজ করে।
৭. রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা আসে, কাজের জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।
৮. মূল্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি ও টেকসই জীবনযাত্রার উন্নতিতে ভূমিকা রাখে।
৯. জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাংবিধানিক অধিকার, জাতীয় সংহতি সমাজের উন্নতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে।
১০. সামাজিক বিবেক সম্পন্ন মানব শ্রেণি তৈরিতে সহায়তা করে।
১১. শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
১২. পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ, পছন্দ ও স্বচেতনাকে আকার প্রদান করে। ইতিবাচক মূল্যবোধ, ইতিবাচক কার্যফল প্রদান করে।
১৩. পরিবার, সমাজ, জাতি এবং পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার বোধ আত্মস্থ করতে সাহায্য করে।
১৪. রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৫. রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুসংহত হয়।
১৬. রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন বিরোধী দল এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দূরীভূত হয়।
১৭. জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি হয়।
১৮. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
১৯. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০. আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়।
২১. নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত, সৎ কাজের আগ্রহ এবং অসৎ কাজে ঘৃণাবোধের জন্ম হয়।

মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপযোগিতা

১. রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়।
২. মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
৪. স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫. আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
৭. রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।
৮. রাষ্ট্রের সকল কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বিরাজ করে।
৯. সমাজের মানুষের মধ্যে নীতি ও ঔচিত্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১০. সমাজে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ সকলের প্রতি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
১১. আইনের দৃষ্টিতে সমাজের সকল মানুষ সমানভাবে বিবেচিত হয়।
১২. সমাজের সকল মানুষের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৩. সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেমন- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা প্রভৃতিতে শৃঙ্খলাবোধ বিরাজ করে।
১৪. সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।
১৫. সমাজে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ বেড়ে যায়।
১৬. রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, জবাবদিহিতার মানসিকতা, পরম সহিষ্ণুতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, ভোটাধিকারের সৎ ব্যবহার করা ইত্যাদি সম্পর্কে নাগরিকরা সচেতন হয়।
১৭. জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়।
১৮. শিক্ষা ও মানব সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ঘটে।

সুশাসনের গুরুত্ব

'সুশাসন' একটি দ্বিমুখী প্রত্যয়। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্রথম এর ধারণা পাওয়া যায়। এখানে এক পক্ষ জনগণ ও অন্য পক্ষ সরকার। এটি নাগরিকদেরকে তাদের অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকগণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও অধিকার ভোগ করতে পারে। সুশাসন হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শাসক-শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আর এই প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি আনয়ন করে। আর এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বব্যাংক সুশাসনকে উন্নয়নের এজেন্ডাভুক্ত করে। এতে সরকার ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় ও উভয়েই লাভবান হয় বলে সুশাসনকে সরকার ও জনগণের 'Win Win Game' বলা হয়। IMF এর মতে, "দেশের উন্নয়নে প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যক।" তবে সুশাসনের এই তাৎপর্য গ্রামীণ সাধারণ মানুষের নিকট অজানা।

সুশাসন নাগরিক সেবার রক্ষাকবচ। সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের ভূমিকা

১. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের প্রধান করণীয় হচ্ছে ব্যক্তিগত অথবা সংগঠিতভাবে সরকারকে জনকল্যাণে সুনীতি গ্রহণে বাধ্য করা।
২. ক্ষেত্রবিশেষে নাগরিকগণ নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেরাই উদ্যোগ নিতে পারে।
৩. প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, কর প্রদান করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় না করা, ঘুষ নিজে না খাওয়া এবং কেউ ঘুষ নিলে বা দিলে তার প্রতিবাদ করাও নাগরিক দায়িত্ব।
৪. জাতীয় সম্পদ রক্ষায় অবদান রাখা।
৫. রাষ্ট্রের সেবা প্রদান করা।
৬. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচন করা।
৭. সন্তানদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।
৮. রাষ্ট্রের সংবিধান মেনে চলা।
৯. সুশাসনের প্রতি আগ্রহ দেখানো।
১০. নানামত, নানা চিন্তা এবং সকল ধর্ম ও জাতিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।
১১. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা।
১২. রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা।
১৩. সমাজের নাগরিকদের কুসংস্কার মুক্ত পরম সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিবান করে তোলা।
১৪. রাষ্ট্রকে নিয়মিত কর প্রদান করা।
১৫. রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা।
১৬. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কাজে সহায়তা ও অংশগ্রহণ করা।
১৭. রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা।
১৮. রাষ্ট্রের সার্বিক বিষয়ে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ করা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা

১. সরকারের করণীয় হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগকে বিস্তৃত করা। নাগরিকদের বাকস্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই সুযোগকে বর্ধিত করতে পারে। রাষ্ট্রের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তখনই সহায়ক হয় যখন রাষ্ট্র স্বচ্ছতার নীতির ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।
২. সরকারের উচিত রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আমলাতন্ত্র, বিচারবিভাগ, আইনবিভাগের কার্যক্রমকে গতিশীল, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করা এবং সাধারণ জনগনের জন্য অধিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া। প্রয়োজনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক এমন নতুন ও কার্যকরী আইন করা যেতে পারে।
৩. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ করতে হবে।
৪. দক্ষ ও কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫. সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি জনগণের সম্মতি থাকতে হবে।
৬. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে তৎপর হতে হবে।
৭. সরকারের কাজ এবং গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত হতে হবে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ।
৮. একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকতে হবে।
৯. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।
১০. ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করতে হবে।
১১. প্রত্যেক নাগরিককে তার চিন্তা, মত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।
১২. শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
১৩. দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
১৪. দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।
১৫. দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।
১৬. রাজপথে সহিংস আন্দোলন পরিহার করতে হবে।
১৭. স্পষ্ট, সহজবোধ্য ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে।
১৮. ব্যাপক জন অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
১৯. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গড়ে তুলতে হবে।
২০. সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।
২১. সরকারকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বাস্তবসম্মত ও সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২২. সুশাসন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
২৩. ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২৪. কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে।
২৬. সংবিধানের নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।
২৭. নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

সুশাসনের উপকারিতা

সুশাসন রাষ্ট্র ও সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সুশাসনের সুফল নিম্নরূপ:

১. সুশাসন সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দূর করতে সাহায্য করে।
২. সুশাসন সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।
৩. সুশাসন জাতীয় উন্নতিকে বাধামুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

৪. সুশাসনের প্রভাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।
৫. জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি আনয়ন করে।
৬. সুশাসন নাগরিক অধিকারকে অধিক গুরত্ব দেয় এবং কোনো কারণেই যেন অধিকার খর্ব না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখে।
৭. সুশাসন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
৮. সুশাসন জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।
৯. সুশাসন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।
১০. সুশাসন রাষ্ট্রের শাসন, শাসিত ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।
১১. সুশাসন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাবলী

১. রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব।
২. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং ব্যক্তিপূজা।
৩. জনসচেতনতার অভাব।
৪. রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ।
৫. স্বজনপ্রীতি [প্রধান অন্তরায়]।
৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা।
৭. জনগণের অংশগ্রহণের অভাব।
৮. অকার্যকর জাতীয় সংসদ।
৯. দারিদ্র্য।
১০. ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব।
১১. আইনের শাসনের অভাব।
১২. বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।
১৩. অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব।
১৪. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা।
১৫. আমলাদের জবাবদিহিতার অভাব।
১৬. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সহিংসতা।
১৭. সরকারের জবাবদিহিতার অভাব।
১৮. স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা।
১৯. সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা সমাধানের উপায়

১. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. সহিংসতা দূর ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. দুর্নীতির বিস্তার নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করতে হবে।
৬. দক্ষ, সৎ, দূরদর্শী, অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, জনদরদি, সুযোগ্য নেতৃত্ব জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৭. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৮. সার্বভৌম ও কার্যকর আইনসভা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৯. মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের অবসান করতে হবে।
১০. জনগণের অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
১১. দারিদ্র্য দূরীকরণে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
১২. স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে।
১৩. জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
১৪. স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।
১৫. স্বাধীন কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
১৬. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।
১৭. স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে হবে।
১৮. জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।
১৯. লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গম ও দূরদর্শী হতে হবে।
২০. নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।
২১. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২২. মতের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুশাসন ও গণতন্ত্র

আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসনব্যবস্থা, সেহেতু এ ব্যবস্থায় কার কতখানি ভূমিকা, অংশগ্রহণ, দায়দায়িত্ব ও কতটুকু অধিকার ভোগ করতে পারে, তার একটি রূপরেখা দেখিয়ে দেওয়া হয় সুশাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। থমাস এফ. গর্ডন ই-গভর্নেন্সকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে অধিক জোর দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় সেবা পদ্ধতির উন্নয়নকে। দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য উল্লেখ করেছেন তিনটি শর্ত। গণতন্ত্র সুশাসন ছাড়া কল্পনা করা যায় না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ই-গভর্নেন্স উন্নয়ন সূচক (EGDI) -এ শীর্ষ ও নিম্ন দেশ যথাক্রমে যুক্তরাজ্য ও সোমালিয়া। বাংলাদেশের অবস্থান ১২৪তম। মোটকথা অনলাইনের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য পৌঁছে দেওয়ার নামই হলো E-Governance।

১. ই-গভর্নেন্সকে SMART সরকার ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেন– চন্দ্রবাবু নাইডু।
২. Good Governance ও E-Governance এর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।
৩. দুর্নীতি প্রতিরোধে E-Governance গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৪. E-voting এর পূর্ণরূপ– Electronic Voting।
৫. সর্বপ্রথম E-voting ব্যবস্থায় ভোটগ্রহণ করা হয়– এস্তোনিয়ায়।
৬. সুশাসনের অন্তঃসার হলো– গণতন্ত্র।
৭. বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা– গণতন্ত্র।
৮. স্ট্র ভোট (Straw Poll) হলো– কোনো বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য পরিচালিত বেসরকারি ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা।
৯. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল কথা– জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন।
১০. পৃথিবীর ইতিহাসে নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে– নিউজিল্যান্ডে, ১৮৯৩ সালে।
১১. সরকার ও নাগরিকের যোগাযোগ সহজ করে– ই-গভর্নেন্স।
১২. 'কানেকটিং পিপল' কথাটির অর্থ– জনগণকে সংশ্লিষ্ট করা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তথা সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১. দলীয় নীতি নির্ধারণ করা।
২. সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
৩. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ করা।
৪. বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা।
৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুদৃঢ়করণ করা।
৬. রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা।
৭. সুষ্ঠু জনমত গঠন করা।
৮. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

১. দেশের সুশাসন কাঠামো যত মজবুত, সেখানে সমৃদ্ধি তত বেশি।
২. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সরকারি কার্যক্রমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা।
৩. আমলার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে প্রশাসনের কর্মদক্ষতা।
৪. আমলাতন্ত্রের অবস্থানের দিক থেকে এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর।
৫. সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
৬. গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা নাগরিক মতামতের প্রতিনিধিত্বকারীর ভূমিকা পালন করে।
৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রয়োজন।
৮. কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ছয়টি নীতি- ক. কর্মের স্বাধীনতা, খ. উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা গ. জবাবদিহিতা, ঘ. সমন্বয় ঙ. উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা, চ. কার্যকারিতা।

এক নজরে সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার

১। সুশাসনের লক্ষ্য	সুশাসন একটি চলমান ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা। আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করাই সুশাসনের লক্ষ্য।
২। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী	পৃথিবীতে অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌছায়নি কিন্তু সেগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। তাই আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী।
৩। সুশাসন কার্যকর হয় কীভাবে?	গণতন্ত্রকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখন সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে, দায়িত্বশীল হয় এবং দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছ ও কর্তব্যপরায়ণ থাকে, তবেই সুশাসন কার্যকর ও সফল হবে।
৪। সুশাসন সার্বজনীন নয়	সুশাসনের ধারণাটি সর্বজনীন নয়। স্থান, কাল, দেশ, জনসংখ্যা, আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।
৫। আইনের চোখে সবাই সমান	গণতন্ত্র আইনের শাসনে বিশ্বাসী। আইনের শাসন সবাইকে সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। আইনের চোখে সবাই সমান।
৬। কর্তব্যপরায়ণতা অচল শব্দ	সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্তব্যপরায়ণতা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কিন্তু দেশের সরকার বারবার ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে। অপরপক্ষে জনগণও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কর্তব্যবিমুখ হয়ে পড়ে। তাই কর্তব্যপরায়ণতা একটি অচল শব্দে পরিণত হয়েছে।
৭। ঐক্যমত প্রয়োজন	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। এদের মধ্যে একটি দল বা জোট সরকারের পক্ষে থাকে বাকিরা থাকে বিরোধী দলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সব দলের ঐকমত্য প্রয়োজন।
৮। অশুভ রাজনীতি	পূর্বে সমাজে প্রভাবশালী বিত্তবান লোকেরা রাজনীতি করতেন এবং দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভাবতেন। কিন্তু বর্তমান স্বার্থান্বেষী মহল রাজনীতির মাঠে নেমে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত।
৯। ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ স্বার্থান্ধতা	অধিকাংশ দেশেই ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীয়করণ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি ব্যাপক লাভবান। তাই কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতায় স্বার্থান্ধ হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
১০। দুর্নীতি পরিহার করতে হবে	দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়। আর্থিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক সকল প্রকার দুর্নীতি পরিহার এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
১১। দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরতা কমাতে হবে	তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য নির্ভর, কিন্তু দাতারা কঠিন শর্ত জুড়ে দিয়ে দেশের স্বার্থহানি ঘটায়। এ জন্য দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
১২। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়াতে হবে	যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যত বেশী গতিশীল, সে দেশে গণতন্ত্র তত বেশি বিকশিত। স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার ধরণ ও গুরুত্ব। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে।
১৩। গণমাধ্যম আয়নাস্বরূপ	গণমাধ্যম সরকারের আলোচনা ও সমালোচনা করে এবং জনস্বার্থ তুলে ধরার মাধ্যমে সরকারকে করণীয় নির্ধারণে সহযোগিতা করে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।
১৪। সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী	একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। জনগণের কর্তব্য হলো সচেতন হওয়া, সরকারের সমালোচনা করা এবং উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা।
১৫। দুর্নীতি সুশাসনের বিপরীত	দুর্নীতিপরায়ণ শাসকের দ্বারা সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দুর্নীতি উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই প্রশাসনের উপর দিকের দুর্নীতি রোধ করা গেলে মাঠ পর্যায়ের দুর্নীতি স্বক্রিয়ভাবে দমন হবে।
১৬। মানবাধিকার সংরক্ষণ সরকারের দায়িত্ব	মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। কাজেই সরকারকে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সাথে মানবাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।
১৭। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড	শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হয়। জাতি অশিক্ষিত হলে প্রান্তিক পর্যায়ে গণতন্ত্র পৌছানো সম্ভব নয়, ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।
১৮। সুশাসনের অন্যতম শর্ত গণতন্ত্র	গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় সুশাসনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। জনগণ গণতন্ত্রের প্রকৃত নায়ক। তাই প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় জনগণকে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে হবে।
১৯। জনগণের সরকারি কাজে অংশগ্রহণ	জনগণ সরকারকে নানাবিধ উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করবে। আবার সরকারি কোনো কাজ জনস্বার্থের পরিপন্থী হলে তার সমালোচনা করতে হবে।
২০। সুশাসন সমাজে সমতা আনে	সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সুশাসন ভূমিকা রাখে। সুশাসিত সমাজে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার পায়।

তথ্যকণিকায় সুশাসন

১. সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফল হবে– সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে।
২. বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি– সুশাসন।
৩. বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমন লক্ষ করা যায় না– আইনের শাসন।
৪. জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য– সুশাসন ব্যবস্থার।
৫. রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না– সুশাসন।
৬. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে– স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
৭. সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক– দুর্নীতি।
৮. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে জনগণের অংশগ্রহণ– বৃদ্ধি পায়।
৯. সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি– জনগণের অংশগ্রহণ।
১০. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা– সরকারের দায়িত্ব।
১১. দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে– সুশাসন।
১২. দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়– দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
১৩. প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়– সুশাসন।
১৪. দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক– বিপরীতমুখী।
১৫. মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে– গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
১৬. গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় না– সুশাসনের অস্তিত্ব।
১৭. সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে– দুর্নীতি হতে।
১৮. স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার– সুশাসন।
১৯. রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে ঐ রাষ্ট্র এবং সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
২০. ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সম্মান করা এবং মেনে চলা ধর্মের অনুসারীদের অবশ্য কর্তব্য।
২১. গণতন্ত্রের ধারণার সাথে কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি জড়িত থাকে, যেগুলোকে গণতন্ত্রকামী জনগণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
২২. নাগরিকের জীবন রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
২৩. সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২৪. শাসনের প্রধান উপাদান হচ্ছে তিনটি। যথা- ১. প্রক্রিয়া, ২. বিষয়বস্তু, ৩. সম্পদ ও সেবা বিতরণ।
২৫. সম্পদ ও সেবা বিতরণ বলতে বোঝায় শাসনের মাধ্যমে চরম দরিদ্র ও দরিদ্র নাগরিকেরা যেন তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে পারে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এমন নিশ্চয়তা বিধান করা।
২৬. নব্বইয়ের দশকে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সি এবং দাতা সংস্থা সুশাসন ধারণার অবতারণা করেন।
২৭. সুশাসনের লক্ষ্য হলো জনগণের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা।
২৮. সুশাসন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া।
২৯. সুশাসনের মৌলিক ও প্রথম কথা হলো- নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শাসনের কাজে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ।
৩০. সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারাগত পরিবর্তন বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩১. সুশাসন শাসন প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ একটি রূপ।
৩২. জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনতে সুশাসনের প্রয়োজন।
৩৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
৩৪. জনপ্রশাসনে স্বজনপ্রীতি ও রাজনীতিকরণের ফলে ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।
৩৫. সুশাসন সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়– বিশ্বব্যাংকে।
৩৬. সুশাসনের এক পক্ষ সরকার অন্য পক্ষ- জনগণ।
৩৭. যেখানে দেশপ্রেম নেই সেখানে- সুশাসন নেই।
৩৮. যেভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে।
৩৯. আইনের চোখে সবাই- সমান।
৪০. সুশাসনের মানদণ্ড হলো- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি।
৪১. ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত হলো- ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও সততা।
৪২. মালয়েশিয়াতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদ এর নেতৃত্বের জন্য।
৪৩. আইনের শাসন ছাড়া কখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।
৪৪. মূল্যবোধ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান।
৪৫. ভালো-মন্দ, ঠিক- বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ।
৪৬. স্টুয়ার্ট সি ডড-এর মতে, 'মূল্যবোধ হলো সেই সকল রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।
৪৭. ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বৃদ্ধি পায়।
৪৮. বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
৪৯. যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক দিককে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধ।
৫০. সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধসমূহকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়।
৫১. সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ।
৫২. সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে মূল্যবোধ।
৫৩. সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী না হলে তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৫৪. মূল্যবোধ সমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
৫৫. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের পথে এক বড় বাধা।
৫৬. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না।
৫৭. একটি দেশের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের জনগণ কতটুকু সুশাসনের জন্য প্রস্তুত তার উপর।
৫৮. জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে দেশের শাসক কেমন হবে।
৫৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রয়োজন সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা।
৬০. আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধিবিধান ও নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়।
৬১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
৬২. নিরক্ষর লোকদের নিকট গণতান্ত্রিক অধিকার কোনো অর্থ বহন করে না।
৬৩. সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে দুর্নীতি।
৬৪. উপযুক্ত শিক্ষা নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে।
৬৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের ওপর ন্যস্ত।
৬৬. ই- গভর্নেন্সের প্রয়োজন হয় মূলত- সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
৬৭. সম্পদের সুষম বন্টন করা যায়- সুশাসনের মাধ্যমে।
৬৮. আইন নিষ্প্রয়োজন হয়, যদি শাসক- ন্যায়পরায়ণ হয়।
৬৯. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়- সাংবিধানিক আইনকে।
৭০. মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Values.
৭১. গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন।
৭২. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি সম্মান ও তা কার্যকর করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৭৩. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হলো জনগণের।
৭৪. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন।
৭৫. ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।
৭৬. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা দ্বারা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৭৭. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।
৭৮. সুশাসন হলো জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জনমত, সমতা, দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ।
৭৯. আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান।
৮০. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের সম্পর্ক

সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ-এর উন্মেষ ঘটায়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ রক্ষা পায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। মূল্যবোধ মানুষের নৈতিক গুণাবলিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। কর্তব্যবোধ-মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্য নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের গুণ বলা হয়। সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতাকে মূল্যবোধের যেমন উপাদান মনে করা হয় তেমনি তা সুশাসনকেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান বলে মনে করা হয়। সুতরাং সুশাসন পেতে হলে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো মূল্যবোধ। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ প্রচলিত থাকে। সকল বিধি নিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ সমাজে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। আচার-আচরণ, শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মূল্যবোধের মাধ্যমেই সমাজের মানুষের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও সমাজ জীবনকে গতিশীল রাখে।

তথ্যকণিকায় সুশাসন

১. সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করবে– সরকার (যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে)।
২. সুশাসনের মূল লক্ষ্য– আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।
৩. জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য– সুশাসন ব্যবস্থার।
৪. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে– স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
৫. সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা– দুর্নীতি।
৬. মূল্যবোধ শিক্ষা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে ফলে নিশ্চিত হয়– সুশাসন।
৭. মূল্যবোধের শিক্ষা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করে, ফলে নিশ্চিত হয়– সুশাসন।
৮. মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে– গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
৯. সুশাসন নিশ্চিত করতে মূল্যবোধ শিক্ষা যে সকল বিষয়কে নিরুৎসাহিত করে– সহিংসতা, সামাজিক বিচার।
১০. মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করে সুশাসন নিশ্চিত করে– মূল্যবোধের শিক্ষা।
১১. গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় না– সুশাসনের অস্তিত্ব।
১২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে জণগণের অংশগ্রহণ– বৃদ্ধি পায়।
১৩. দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক– বিপরীতমুখী।
১৪. প্রশাসনযন্ত্রের মূল ধারক বাহক– সরকার।
১৫. সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে– দুর্নীতি হতে।
১৬. স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার– সুশাসন।
১৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে যে শাসন কায়েম হবে– সুশাসন।
১৮. দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়– দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
১৯. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে ধরণের সুশাসন ব্যবস্থা চিত্রায়িত হয়– জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধারণা।
২০. পৃথিবীর যে দেশগুলোতে সুশাসন খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ– উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।
২১. আধুনিক বিশ্বে যে ধরণের রাজনীতি বিদ্যমান– গণতন্ত্রমুখী।
২২. সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না– গণতন্ত্র ছাড়া।
২৩. বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি– সুশাসন।
২৪. বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমন লক্ষ্য করা যায় না– আইনের শাসন।
২৫. সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা যে শাসনের লক্ষ্য– সুশাসন।
২৬. পরিত্রাণের উপায় হিসাবে যে ধরণের শাসন থেকে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে– ঔপনিবেশিক শাসন, স্বৈরশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে।
২৭. রাজনৈতিক ঐকমতের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না– সুশাসন।
২৮. প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়– সুশাসন।
২৯. মূল্যবোধ শিক্ষার ফলে যে দিকটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধনী-দারিদ্রের বৈষম্য কমে সুশাসন নিশ্চিত হয়– আইনের শাসন।
৩০. মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হলো– কর্তব্যবোধ। যা ছাড়া সুশাসনও পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সমাজ ও জাতীয় আদর্শ গঠনে সুশাসনের ভূমিকা

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলছে। প্রথমেই ধরা যাক সামাজিক ক্ষেত্রের কথা। সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিমান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন না মানলে শাস্তি পেতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সব থেকে বড় কথা আইন মানুষের অধিকার উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংস আচরণ এবং হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিদেশি উদ্যোক্তারা এসব দেশে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে রাষ্ট্রে সুশাসন বিরাজমান থাকলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদূর অতীত থেকেই মনে করা হতো যে, শাসকের লক্ষ্য হবে শাসিত জনগণের কল্যাণ সাধন। এরিস্টটল বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রধান ও পবিত্রতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের জন্য উন্নততর ও কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা, জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করা। এরিস্টটল নিয়মতন্ত্রবাদ ও আইনের শাসনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি সরকারের আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার সম্পর্কিত কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করারও পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার সুরক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। কেননা, এগুলো গণতন্ত্রকে স্বার্থক ও অর্থবহ করে তোলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় অন্বেষণ করতে থাকে। তেমনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকের অধিকার ভোগের বিষয়টির প্রতিও খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। অনেক রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার এর নীতির প্রতি রাষ্ট্র বা সরকার কতটা আন্তরিক এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কেননা, সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়টি একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

নৈতিক শিক্ষা ও সুশাসনের অনুপস্থিতিতে সমাজের অবক্ষয়

বর্তমান সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রই 'কল্যাণকর রাষ্ট্রের' (Welfare State) রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরূপ কল্যাণকর রাষ্ট্রে জনগণের কল্যাণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। দমন ও নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনা করার দিন বদলে গেছে। শাসনের সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি এখন গুরুত্ব লাভ করেছে। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যা কখনো আকস্মিকভাবে ঘটানো যায় না, একে অর্জন করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এখন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও রয়েছে বহু সমস্যা। এগুলো নিম্নরূপ :

অধিকাংশ রাষ্ট্রে, বিশেষ করে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও দেখা যায় যে, জনগণের বাক স্বাধীনতায় ক্ষমতাসীন সরকার হস্তক্ষেপ করে থাকে। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এমনকি কোনো কোনো উন্নত রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। আমলারা নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু ভাবেন। তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণি বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না ওঠায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হচ্ছে না। আমলাতন্ত্রে পূর্বের মতো দক্ষ, নিরপেক্ষ ও মেধাবী মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রাধান্য, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, আমলাদের কাজে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিকরণ ইত্যাদি কারণে আমলারা ক্রমশ অযোগ্য ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। অনেক রাষ্ট্রেই দক্ষ ও যোগ্য সরকার সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না। সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দেশে অরাজকতা চলতে দেখা যায়। এর ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়। যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরকারের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা শক্ত হাতে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা ইত্যাদি হলো কার্যকর সরকার বা দক্ষ সরকারের বৈশিষ্ট্য। এগুলোর অভাব ঘটলেই ধরে নিতে হবে সে দেশের সরকার অকার্যকর। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতির রাহুগ্রাস। এসব রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে।

অপসংস্কৃতি (Mis-culture)

আমাদের দেশের তরুণ সমাজ সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। আমাদের সমাজের তরুণ-তরুণীদের ওপর অপসংস্কৃতির কু-প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক। আজ আমাদের সমাজের তরুণ-তরুণীরা সিনেমার সস্তা কাহিনী, নাচ-গান, পোশাক-আশাক অন্ধভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে অপসংস্কৃতির শিকার হচ্ছে।

কিশোর অপরাধ (Teenage Crime)

অপরাধ বিজ্ঞানী বিসলার বলেছেন- কিশোর অপরাধ হলো প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের উপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরদের অবৈধ হস্তক্ষেপ।

আবার অপরাধ বিজ্ঞানী বার্ট বলেছেন– কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী মনে করতে হবে যখন তার অসামাজিক কাজ বা অপরাধ প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে।

বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কায় ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ বলে। কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্য একটি উদ্বেগজনক নাগরিক সমস্যা।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪-ই কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশে ২টি জাতীয় কিশোর সংশোধন বা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ১টি জাতীয় কিশোরী সংশোধন বা উন্নয়ন কেন্দ্র আছে। গাজীপুরের টঙ্গীতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় কিশোর সংশোধন বা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় জাতীয় কিশোর সংশোধন বা উন্নয়ন কেন্দ্র যশোরের পুলের হাটে অবস্থিত। বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন বা উন্নয়ন কেন্দ্র গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত।

নারী ও শিশু পাচার (Trafficking in Women and Children):

সাধারণত শোষণের উদ্দেশ্যে জোর খাটিয়ে, ভয় দেখিয়ে এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা যাকে পাচারের উদ্দেশ্য, তার উপর কর্তৃত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিকে আইন বহির্ভূত উপায়ে লেনদেনের মাধ্যমে সংগ্রহ, স্থানান্তর, আশ্রয়দান ও অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ ইত্যাদি যেকোনো কর্মকাণ্ডকে পাচার বলে গণ্য করা হয়।

নারী ও শিশু পাচারের কারণগুলো হলো– ▪ দারিদ্র্যতা ▪ সমাজে মেয়েদের অবমূল্যায়ন ▪ শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব ▪ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ▪ জীবিকার অভাব ▪ বহু-বিবাহ ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ▪ রাজনৈতিক অস্থিরতা ▪ মাতা-পিতার অসাবধানতা ও অসতর্কতা।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ৬ (১) ধারা অনুযায়ী শিশু পাচারকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আর্থিক দণ্ডও হতে পারে।

ইভটিজিং

ইভ টিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথে-ঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্যাতনের নির্দেশক একটি শব্দ। 'ইভ' শব্দটি বাইবেলের ইভ (Eve) বা পবিত্র কোরআনের 'হাওয়াকে' বোঝায়। অন্যদিকে টিজিং শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'পরিহাস বা জ্বালাতন'।

ইভ টিজিং সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা।

এসিড নিক্ষেপ

বহুবিধ কারণে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে থাকে, তার মধ্যে রয়েছে–
১. প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া ২. শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজী না হওয়া
৩. যৌতুকের দাবীতে।

'এসিড অপরাধ দমন আইন- ২০০২' এসিড অপরাধসমূহ কঠিনভাবে দমনের উদ্দেশ্যে বিধান করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন পাস করে। এই আইনে এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করার বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এসিডের আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য 'এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০২' প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ বলতে বুঝায় ২১ বছরের কমবয়সী ছেলে এবং ১৮ বছরের কমবয়সী মেয়ের বিবাহ।

বাল্যবিবাহের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধানত দরিদ্রতা, যৌতুক, সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় ও সামাজিক চাপ, অঞ্চলভিত্তিক রীতি, অবিবাহিত থাকার শঙ্কা, নিরক্ষরতা এবং মেয়েদের উপার্জনে অক্ষম ভাবা।

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এর ৭(১) ধারা অনুযায়ী– প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডীত হইবেন। বাল্যবিবাহ আইন পাশ হয় ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি।

যৌতুক

সাধারণ অর্থে যৌতুক বলতে বিয়ের সময় বরকে কনের অভিভাবক কর্তৃক প্রদেয় অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রীকে বুঝায়। হিন্দু আইনে যৌতুককে নারীর সম্পত্তির উৎস বলা হয়। দেশে সর্বশেষ যৌতুক নিরোধ আইন পাশ হয় ২০১৮ সালে।

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ অনুসারে যৌতুক দেয়া-নেয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তি হতে পারে। এই আইন ১৯৮৬ সালে সংশোধন করা হয়। নারী-শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (সংশোধিত-২০০৩) অনুযায়ী যৌতুকের দাবিতে স্ত্রী হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড এবং মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং উভয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

মাদকদ্রব্য

মাদক দ্রব্য হলো একটি ভেষজ দ্রব্য যা গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব পড়ে এবং যা আসক্তি সৃষ্টি করে। মাদক দ্রব্যে বেদনানাশক কর্মের সাথে যুক্ত থাকে তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মেজাজ পরিবর্তন, মানসিক আচ্ছন্নতা, রক্তচাপ পরিবর্তন ইত্যাদি। ২০১৮ সালে সর্বশেষ মাদকদ্রব্য আইন প্রণীত হয়েছে। এতে ৭০টি ধারা আছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

দুর্নীতি

দুর্নীতি শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এরিস্টটল। তারপরে সিসারো যিনি ঘুষ এবং সৎ অভ্যাস ত্যাগ প্রত্যয়ের যোগ করেছিলেন। রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক মরিস লিখেছেন, দুর্নীতি হল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার।

সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদ হলো সন্ত্রাসের পদ্ধতিগত ব্যবহার যা প্রায়শই ধ্বংসাত্মক এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঘটানো হয়।
প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী যে সকল বিধ্বংসী কার্যকলাপ জনমনে ভীতির উদ্বেগ ঘটায়, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অথবা নীতিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিকৃত রুচি বিরুদ্ধ কাজ, ইচ্ছাপূর্বক সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার বিষয় উপেক্ষা অথবা হুমকি প্রদান করা। আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ এবং যুদ্ধকেও সন্ত্রাসবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

জঙ্গিবাদ

জঙ্গি শব্দটি এসেছে ইংরেজি Militant এবং ল্যাটিন শব্দ Militare থেকে। মিলিট্যার শব্দের অর্থ সৈনিক হিসেবে কাজ করা। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কিত অননুমোদিত বা পরিপন্থিমূলক নীতিই জঙ্গির নীতি। ইমেইল, টুইটার, ফেসবুক প্রভৃতি ব্যবহার করে জঙ্গিরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

১. E-Governance-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electronic Governance.
২. E-Governance, Online Governance, Digital Governance, Connected Governance ইত্যাদি নামেও সমধিক পরিচিত।
৩. ই-গভর্নেন্স ধারণাটি মূলত আধুনিককালের একটি ধারণা।
৪. ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে 'ICT'র বিষয়টি সবার সামনে আসে।
৫. জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য পৌঁছে দেওয়াই হলো ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্য।
৬. ই-গভর্নেন্স হলো তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা।
৭. G2C-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Government to Citizens.
৮. E-Democracy-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electronic Democracy.
৯. ই-গভর্নেন্স মানে প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স।
১০. ই-প্রশাসন বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে পরিচালনা করা বোঝায়।
১১. ই-গণতন্ত্র বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বৃহদায়তনে নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
১২. তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হচ্ছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি।
১৩. ই-গভর্নেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসা।
১৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করে।
১৫. ই-গভর্নেন্সের জন্য তথ্য সহজলভ্য হওয়ার কারণে উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ সহজতর হয়।
১৬. সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স।
১৭. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের পথে এক বড় বাধা।
১৮. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না।
১৯. নেতৃত্বের সংকট দেশকে অন্ধকারের অতল গহ্বরের দিকে নিয়ে যায়।
২০. একটি দেশের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের জনগণ কতটুকু সুশাসনের জন্য প্রস্তুত তার উপর।
২১. জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে দেশের শাসক কেমন হবেন।
২২. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন।
২৩. আইনসভা হলো দেশের শাসনব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রণকারী।
২৪. আইনসভার প্রণীত আইন, বিধিবিধান ও নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়।
২৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
২৬. নিরক্ষর লোকদের নিকট গণতান্ত্রিক অধিকার কোনো অর্থ বহন করে না।
২৭. সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে দুর্নীতি।
২৮. উপযুক্ত শিক্ষা নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে।
২৯. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের ওপর ন্যস্ত।
৩০. ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজন হয় মূলত- সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
৩১. সম্পদের সুষম বণ্টন করা যায়- সুশাসনের মাধ্যমে।
৩২. আইন নিষ্প্রয়োজন হয়, যদি শাসক- ন্যায়পরায়ণ হয়।
৩৩. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়- সাংবিধানিক আইনকে।
৩৪. ইতিবাচক মূল্যবোধ হলো সেই মূল্যবোধ, যা সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত।
৩৫. নেতিবাচক মূল্যবোধ হলো সেই মূল্যবোধ, যা সমাজ, রাষ্ট্র সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত নয়।
৩৬. মূল্যবোধ সাধারণত পাঁচ প্রকার। যথা- ১. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, ২. সামাজিক মূল্যবোধ, ৩. দলীয় মূল্যবোধ, ৪. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং ৫. পেশাগত মূল্যবোধ।
৩৭. অন্যান্য মূল্যবোধ : রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, আধুনিক মূল্যবোধ, নান্দনিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বস্তুগত মূল্যবোধ।
৩৮. মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে যে মূল্যবোধের চর্চা করে, তাকে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বলে। যেমন- অর্থ লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি।

৩৯. গণতান্ত্রিক কিংবা অন্য যেকোনো শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে মানুষ যে মূল্যবোধ প্রয়োগ করে তাকে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলে।

৪০. মানুষের আত্মিক শক্তি অনেক বড় শক্তি। আর আত্মিক শক্তি যদি উপযুক্ত মূল্যবোধ দ্বারা বিকশিত হয়, তবে তাকে সর্বক্ষেত্রে সৎ ও দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দিতে সহায়তা করে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

৪১. সর্বদা পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সময় নতুন নতুন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সম্মুখীন হতে হয়। নিজস্ব মূল্যবোধকে ধারণ করে আধুনিকতার সমন্বয়ে গঠিত এরূপ মূল্যবোধকে বলে আধুনিক মূল্যবোধ।

৪২. মানুষের মনের সুকোমল বৃত্তিগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধ ভূমিকা রাখে, তাকে নান্দনিক মূল্যবোধ বলে।

৪৩. ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুভূতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে এবং ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারা মানুষের যে মূল্যবোধ জন্মায়, তাই মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ।

৪৪. মানব সমাজে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মূল্যবোধ শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৪৫. দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত নীতিমালা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

৪৬. সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

৪৭. সমাজচিন্তাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।

৪৮. আইনের ব্যতিক্রম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

৪৯. আইনের শ্রেষ্ঠতম উৎস হলো আইনসভা।

৫০. আইনসভার মধ্যেই সমাজের সমষ্টিগত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৫১. আইনসভা হলো আইন প্রণয়নের কারখানা বিশেষ।

৫২. "কমেন্টারিজ অন দি লজ অব ইংল্যান্ড" গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ব্ল্যাকস্টোন।

৫৩. টমাস হবস-এর মতে, "প্রজাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশই আইন।"

৫৪. শাব্দিক অর্থে আইন বলতে আমরা কিছু নিয়মাবলির সমষ্টিকে বুঝি।

৫৫. "ল অব দি কনস্টিটিউশন" গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ডাইসী।

৫৬. আইন সামাজিক জীবনের জন্য।

৫৭. সমাজের বাইরে কিংবা নির্জন দ্বীপে একাকী বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য আইন প্রযোজ্য নয়।

৫৮. সরকারের ক্ষমতা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫৯. আইন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল।

৬০. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস ছয়টি। যথা- ১. চিরাচরিত প্রথা, ২. ধর্ম, ৩. বিচারকদের রায়, ৪. আইনজ্ঞদের ভাষ্য, ৫. ন্যায়নীতি ও ৬. আইন পরিষদ।

৬১. ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, উত্তরাধিকার বণ্টন এবং বিবাহ সম্পর্কিত আইন ধর্মকেন্দ্রিক।

৬২. বিচারক হলো আইনের অন্যতম প্রধান উৎস।

৬৩. অধ্যাপক হল্যান্ড আইনকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করেন। যথা- ১. ব্যক্তিগত আইন এবং ২. সরকারি আইন।

৬৪. উৎপত্তিগত দিক থেকে আইনকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

৬৫. জরুরি প্রয়োজনে শাসন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা হলো অধ্যাদেশ।

৬৬. অধ্যাদেশ-এর কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী।

৬৭. আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে অধ্যাদেশকে স্থায়ী আইনে পরিণত করা যায়।

৬৮. প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার যে নীতিমালা প্রণয়ন করে তাকে শাসন বিভাগীয় আইন বলে।

৬৯. রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমারেখার ভিতরে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত বা অনুমোদিত আইনকে জাতীয় আইন বলে।

৭০. জাতীয় আইন দু প্রকার। যথা- ১. সরকারি আইন এবং ২. বেসরকারি আইন।

৭১. জনগণের স্বার্থে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণকল্পে যে আইন মান্য করা হয়, তাকে বেসরকারি আইন বলে।

৭২. রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, সরকার, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে যে আইন প্রচলিত আছে তাকে সরকারি আইন বলে।

৭৩. ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষায় যে আইন মেনে চলা হয় এবং প্রয়োগ করা হয়, তাকে বেসরকারি আইন বলে।

৭৪. বেসরকারি আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা মধ্যস্থতামূলক।

৭৫. অধ্যাপক উইলোবির মতে, "যে আইনগুলো সরকারের সংগঠন, তার ক্ষমতার বণ্টন এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যপরিচালকদের ক্ষমতার প্রয়োগ ও সীমারেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাদেরকে সাংবিধানিক আইন বলে।"

৭৬. অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে, "যে নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে সরকার পরিচালিত হয় তাকে সাংবিধানিক আইন বলে।"

৭৭. শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন শাখার কাঠামো ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা হয়।

৭৮. শাসনতান্ত্রিক আইনের মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের ক্ষমতা ও অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

৭৯. ডাইসির মতে, "শাসনসংক্রান্ত আইন হলো ব্যক্তি এবং শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইন।"

৮০. কর্মচারী প্রশাসন হতে শুরু করে জনকল্যাণমূলক সকল কার্য পরিচালনায় যে আইন প্রয়োগ করা হয় তাকে প্রশাসনিক আইন বলে।

৮১. জেনিংসের মতে, "রাষ্ট্রের প্রশাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত আইনই প্রশাসনিক আইন।"

৮২. রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাকে ফৌজদারি আইন বলে।

৮৩. ফৌজদারি আইন দু ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. লিখিত আইন ও ২. অলিখিত আইন।

৮৪. আইনের শাসন হলো আইনের দৃষ্টিতে সমতা। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যখন আইনের দৃষ্টিতে সমান হয় তখনই তাকে আইনের শাসন বলে।

৮৫. যে আইনের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন।

৮৬. আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়।

৮৭. অস্টিন বলেন, "আন্তর্জাতিক আইন যেহেতু কোনো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ রচিত নয়, সেহেতু এটি আইন নয়, এটি নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।"

৮৮. নৈতিকতা বলতে সাধারণভাবে ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

৮৯. প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না বললেই চলে।

৯০. যুগের বিবর্তনে রাষ্ট্র পৃথক সত্তা হিসেবে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে আইন ও নৈতিকতা আলাদা পথে হাঁটতে শুরু করে।

৯১. আইন বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর নৈতিকতা মানুষের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৯২. নৈতিকতা মানুষকে অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করিয়ে কল্যাণ আনয়নের নিমিত্ত কার্য করে।

৯৩. নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার উৎস।

৯৪. নৈতিকতা সামাজিক বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়।

৯৫. নৈতিক আইন ভঙ্গ করলে শুধু মানসিক শাস্তি পেতে হয়। লোকনিন্দা এবং বিবেকের দংশনই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গকারীর শাস্তি।

৯৬. ব্যক্তিগত সাম্য বলতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকারকে বোঝায়। অন্যভাবে, সামাজিক অধিকার সমভাবে ভোগ করার সুযোগকে ব্যক্তিগত সাম্য বলে।

৯৭. আইনগত সাম্যের অর্থ আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। ধনী, নির্ধন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একই প্রকার আইন ও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারকে আইনগত সাম্য বলে।

৯৮. সাম্যের আদর্শ কোনো সমাজে জীবনব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।

৯৯. দার্শনিক রুশো বলেন, "সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন।"

১০০. লাস্কি বলেন, "রাষ্ট্র যতবেশি সমতা বিধান করবে, স্বাধীনতার উপযোগ তত বেশি নিশ্চিত হবে।"

১০১. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সবার জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হলো শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সাম্য।

১০২. সকল জাতির সমান মর্যাদা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে সবার সুযোগ লাভের অধিকার, বল পরিহার এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকার অধিকারই হলো আন্তর্জাতিক সাম্য।

১০৩. সাম্যের মধ্যে স্বাধীনতার মূল নিহিত থাকে।

১০৪. আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র।

১০৫. গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।

১০৬. গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।

১০৭. গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা একান্ত আবশ্যক।

১০৮. হেরোডোটাস বলেন, "গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা আইনগত কোনো শ্রেণির হাতে না থেকে সমাজের সকল সদস্যদের ওপর থাকে।"

১০৯. জন সিলি বলেন, যেখানে সরকারের কার্যক্রমে সবারই অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, সেটিই হলো গণতন্ত্র।"

১১০. আব্রাহাম লিংকনের মতে, "গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।"

১১১. গণতন্ত্রের সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন।

১১২. গণতান্ত্রিক বোধ থেকে উৎসাহিত মূল্যবোধকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলা হয়।

১১৩. আইনের শাসন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করে।

১১৪. সংবাদপত্রকে বলা হয় Fourth Estate.

১১৫. আইনের শাসন গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ।

Teacher's Work

১. সুশাসনের মূল ভিত্তি কী? *[৪৩ বিসিএস]*
ক মূল্যবোধ | খ আইনের শাসন | গ গণতন্ত্র | ঘ আমলাতন্ত্র — **খ**

২. কোথায় সুশাসন নেই? *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০২০]*
ক যেখানে সচেতন নেই | খ যেখানে শিক্ষা নেই | গ যেকোনে সংবাদ মাধ্যম নেই | ঘ যেখানে দেশপ্রেম নেই — **খ**

৩. সুশাসন চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল –এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে? *[৪১ বিসিএস]*
ক জাতিসংঘ | খ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি | গ বিশ্বব্যাংক | ঘ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক — **গ**

৪. বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি? *[৪৩ বিসিএস]*
ক ৩টি | খ ৫টি | গ ৪টি | ঘ ৬টি — **গ**

৫. সুশাসন ধারণাটি প্রথম কে উদ্ভাবন করেন? *[মাবাপবি ডি ইউনিট ১৭-১৮]*
ক ম্যাক কর্নি | খ বিশ্বব্যাংক | গ জাতিসংঘ | ঘ মিশেল ক্যামডেসাস — **খ**

৬. সুশাসনের ধারণাটি-
ক সর্বজনীন | খ আপেক্ষিক | গ স্বতঃসিদ্ধ | ঘ সর্বজনগ্রাহ্য — **খ**

৭. কোনটি সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়?
ক সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ | খ আইনের শাসন | গ জবাবদিহিতা | ঘ কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা কাঠামো — **ঘ**

৮. জাতিসংঘ সুশাসনের কয়টি মূল উপাদানকে চিহ্নিত করেছে?
ক ৫টি | খ ৬টি | গ ৭টি | ঘ ৮টি — **ঘ**

৯. জাতিসংঘ চিহ্নিত সুশাসনের মূল উপাদান নয় কোনটি?
ক অংশগ্রহণমূলক | খ আইনের শাসনের অনুকরণ | গ দায়িত্বশীলতা | ঘ সময়মত নির্বাচন — **ঘ**

Unique Question for Student Practice

১. সুশাসনের মূল লক্ষ্য কী?
ক) জবাবদিহিতা   খ) স্বেচ্ছাচারিতা
গ) সাম্প্রদায়িকতা   ঘ) আমলা নির্ভরতা   ক

২. শাসন প্রক্রিয়ার সু-শৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ রূপ কোনটি?
ক) শাসনবিভাগ   খ) আমলাতন্ত্র
গ) গণতন্ত্র   ঘ) সুশাসন   ঘ

৩. সুশাসন জনপ্রশাসনের একটি?
ক) অংশ   খ) নব্য-সংস্কৃতি
গ) শাখা   ঘ) রূপ   খ

৪. সুশাসনের অন্তঃসার হলো–
ক) গণতন্ত্র   খ) সমাজতন্ত্র
গ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা   ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি   ক

৫. সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো–
ক) মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধন
খ) গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি
গ) স্বদেশপ্রেম শিক্ষা
ঘ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।   ক

৬. সুশাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে-
ক) সরকার   খ) বুদ্ধিজীবীগণ
গ) যোগ্য ও দক্ষ নেতা   ঘ) জনগণ   ক

৭. সুশাসন কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা?
ক) একক শাসন ব্যবস্থা   খ) অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা
গ) যৌথ শাসন ব্যবস্থা   ঘ) আধুনিক শাসন ব্যবস্থা   খ

৮. সুশাসনের ধারণাটি কোন শাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত?
ক) গণতন্ত্র   খ) সমাজতন্ত্র
গ) একনায়কতন্ত্র   ঘ) রাজতন্ত্র   ক

৯. সুশাসনের ধারণাটি–
ক) সর্বজনীন   খ) আপেক্ষিক
গ) স্বতঃসিদ্ধ   ঘ) সর্বজনগ্রাহ্য   খ

১০. সুশাসনের মানদণ্ড কোনটি?
ক) জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি
খ) সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা
গ) স্বাধীন বিচার বিভাগ
ঘ) সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উপস্থিতি   ঘ

১১. জাতিসংঘ সুশাসনের কয়টি মূল উপাদানের কথা বলেছে?
ক) ৫টি   খ) ৮টি
গ) ৭টি   ঘ) ৬টি   খ

১২. জাতিসংঘ চিহ্নিত সুশাসনের মূল উপাদান নয় কোনটি?
ক) অংশগ্রহণমূলক   খ) আইনের শাসনের অনুসরণ
গ) দায়িত্বশীলতা   ঘ) সময়মতো নির্বাচন   ঘ

১৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র কোনটি?
ক) বিচার বিভাগ   খ) দুর্নীতি দমন
গ) আমলাতন্ত্র   ঘ) স্থানীয় সরকার   ঘ

১৪. ই-গভর্নেন্স-এর একমাত্র লক্ষ্য কী?
ক) তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠা   খ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা
গ) প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠা   ঘ) আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা   খ

১৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রদক্ষেপ নয় কোনটি?
ক) স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা
খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা
গ) রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট প্রতিষ্ঠা
ঘ) স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা   ঘ

১৬. সুশাসনের ধারণাটির উদ্ভাবক–
ক) কমনওয়েলথ   খ) বিশ্বব্যাংক
গ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক   ঘ) নিরাপত্তা পরিষদ   খ

১৭. 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক' –এ উক্তিটি কার?
ক) জাস্টিন ট্রুডো   খ) বান কি মুন
গ) মিশেল ক্যামডেসাস   ঘ) ইব্রাহিম গানবারি   গ

১৮. কোন শতাব্দি হতে সুশাসন ও ই-শাসন প্রত্যয়দ্বয় উচ্চারিত হয়?
ক) ১৮ শতকের মাঝামাঝি   খ) ১৯ শতকের শেষ থেকে
গ) ২০ শতকের শেষ থেকে   ঘ) ২০ শতকের প্রথম থেকে   গ

১৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাই স্বচ্ছতা, কেননা–
ক) স্বচ্ছতা দুর্নীতি রোধ করে
খ) স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে
গ) স্বচ্ছতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে
ঘ) স্বচ্ছতা স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস করে   ক

২০. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়–
ক) আইনের শাসন না থাকলে
খ) অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ) সুসজ্জিত সেনাবাহিনী না থাকলে
ঘ) জনসংখ্যা কম থাকলে   ক

২১. সুশাসনের একটি সমস্যা হলো–
ক) বড় বড় অট্টালিকার অভাব
খ) সম্মোহনী নেতার অভাব
গ) জবাবদিহিতার অভাব
ঘ) দাতা দেশগুলোর সমর্থনের অভাব   গ

২২. কত সালে World Bank শাসন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে–
ক) ১৯৯০ সালে   খ) ১৯৯১ সালে
গ) ১৯৯২ সালে   ঘ) ১৯৯৩ সালে   গ

২৩. সুশাসনের ধারণা সর্বপ্রথম কার নিকট থেকে পাওয়া যায়–
ক) সক্রেটিস   খ) আলেকজান্ডার
গ) এরিস্টটল   ঘ) রুশো   গ

২৪. 'সুশাসন' ধারণাটি কোন শাসনব্যবস্থার সাথে জড়িত?
ক) গণতন্ত্র   খ) সমাজতন্ত্র
গ) রাজতন্ত্র   ঘ) একনায়কতন্ত্র   ক

২৫. "দেশের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যক" উক্তিটি কার?
ক) IMF   খ) UNDP
গ) UNHRC   ঘ) UNO   ক

২৬. কোন দেশে সুশাসন অর্থ মৌলিক অধিকারকে বুঝায়?
ক) বাংলাদেশ   খ) জার্মানি
গ) পাকিস্তান   ঘ) আফগানিস্তান   খ

২৭. সুশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞান?
ক) সামাজিক   খ) রাজনৈতিক
গ) অর্থনৈতিক   ঘ) সাংস্কৃতিক   ক

২৮. "সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন করা" কার অভিমত?
ক বিশ্বব্যাংক খ জাতিসংঘ
গ আইএমএফ ঘ ইউএনডিপি — খ

২৯. মূল্যবোধ শিক্ষা কোনটিকে লালন করে?
ক নৈতিকতা খ সুশাসন
গ গণতান্ত্রিক চেতনা ঘ সামাজিক প্রগতি — খ

৩০. সুশাসন ধারণাটি উদ্ভব হয় কত সালে?
ক ১৯৮৮ সালে খ ১৯৮৯ সালে
গ ১৯৯০ সালে ঘ ১৯৯১ সালে — খ

৩১. মূল্যবোধ শিক্ষা যে উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে সুশাসন কায়েম করে-
ক রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন খ মানবসম্পদ উন্নয়ন
গ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘ শিক্ষার উন্নয়ন — খ

৩২. সুশাসনের ভিতকে মজবুত করতে মূল্যবোধ কী সংরক্ষণের শিক্ষা দেয়?
ক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য খ প্রথা
গ নীতি ও নৈতিকতার শিক্ষা ঘ খ ও গ উভয়ই — ক

৩৩. সুশাসনের ধারণাটি উদ্ভবের পেছনের প্রেক্ষাপট কোনটি?
ক দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতা
খ আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতা
গ বিশ্বব্যাপী মন্দা দূরীকরণের ব্যর্থতা
ঘ ২য় বিশ্বযোদ্ধত্তর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা — খ

৩৪. First State বলতে নিম্নের কোনটি বোঝায়?
ক সুশীল সমাজ খ বিরোধী দল
গ শাসক দল ঘ গণমাধ্যম — গ

৩৫. কোনটির প্রভাবে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়?
ক নৈতিকতা খ মূল্যবোধ
গ সুশাসন ঘ জবাবদিহিতা — গ

৩৬. জাতিসংঘ সুশাসনের কয়টি উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছে?
ক ৮ টি খ ৯ টি
গ ১২ টি ঘ ১৪ টি — ক

৩৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক প্রয়োজন-
ক আইনের অনুশাসন খ সহনশীলতা
গ সচেতনতা ঘ কোনোটিই নয় — ক

৩৮. সুশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক নাগরিকদের সামর্থ্যের ওপর
খ নাগরিকদের সচেতনতার ওপর
গ নাগরিকদের শিক্ষার ওপর
ঘ নাগরিকদের চরিত্রের ওপর — গ

৩৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোনটি অতীব জরুরি বিষয়?
ক রাজতন্ত্র খ গণতন্ত্র
গ স্বৈরতন্ত্র ঘ অভিজাততন্ত্র — খ

৪০. কোনটি বাস্তবায়ন না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যায়?
ক বৈষম্য খ গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতা
গ সহিষ্ণুতার অভাব ঘ আইনের শাসন — ঘ

৪১. নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে কী প্রতিষ্ঠা সহজ হয়?
ক সুশাসন খ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
গ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘ সামাজিক ন্যায়বিচার — ক

৪২. দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন-
ক নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন খ দক্ষ কর্মকমিশন
গ মানবাধিকার কমিশন ঘ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন — ঘ

৪৩. কোনটি সুশাসনের একটি অন্যতম প্রত্যয়?
ক স্বজনপ্রীতি খ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
গ দুর্নীতি দমন ঘ সামাজিক বিশৃঙ্খলা — গ

৪৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা কোনটি?
ক বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ খ সিভিল সার্ভিস সংস্করণ
গ স্বাধীন মত প্রকাশ ঘ সংঘাতময় রাজনীতি — ঘ

৪৫. ই-গভর্নেন্স ও সুশাসনের সম্পর্ক কীরূপ?
ক নিবিড় খ পরস্পর
গ বিরোধী ঘ সাপে-নেউল — ক

৪৬. সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়-
ক টাকা পয়সার অভাবে
খ নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে
গ বিরোধীদলের সহিংস আচরণের জন্য
ঘ দাতা দেশগুলোর সাহায্য না দেওয়ার কারণে — খ

৪৭. সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা কীসের?
ক সুশাসনের খ মূল্যবোধের
গ ন্যায়বিচারের ঘ সাম্যের — খ

৪৮. রাষ্ট্র কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক রাজনৈতিক খ সামাজিক
গ অর্থনৈতিক ঘ সাংস্কৃতি — ক

৪৯. বাংলাদেশে যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান-
ক গণতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ একনায়কতান্ত্রিক — ক

৫০. কোন শাসনব্যবস্থায় শাসকের আদেশই আইন?
ক গণতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক — গ

৫১. স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় আদালত কী বলে অভিহিত হয়?
ক সমাজের নীতি খ প্রহসন
গ নৈতিকতা ঘ মূল্যবোধের ভিত্তি — খ

৫২. গণতন্ত্র কীসের ওপর জোর দেয়?
ক শক্তি খ ক্ষমতা
গ সম্মতি ঘ সমতা — ঘ

৫৩. একনায়কতন্ত্রে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ না জন্মানোর কারণ কী?
ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা
খ সীমাহীন দুর্নীতির উপস্থিতি
গ নেতা ও দলের মধ্যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া
ঘ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা — ক

৫৪. গণতন্ত্রের ভিত্তি কোনটি?
ক জনমত ও সাধারণ নির্বাচন
খ জনমত ও সকার
গ জনগণ ও জনমত
ঘ সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক জ্ঞান — ক

৫৫. কোনটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি?
ক প্রকাশ্য ভোটদান খ গোপনে ভোটদান
গ কাগজে লিখে ভোট দান ঘ গণভোট — খ

৫৬. সামাজিক অনাচার হলো-
ক অশিক্ষা খ যৌতুক প্রথা
গ দারিদ্র্য ঘ অপুষ্টি — খ

৫৭. কোনটি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ?
ক দেশ রক্ষা খ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত
গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ঘ প্রশাসন — গ

৫৮. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল থাকে-
ক ৬টি খ ৩ টি
গ ২ টি ঘ ১ টি — ঘ

৫৯. কোন প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিতে সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদগুলোর টেকসই উন্নয়ন ঘটে থাকে?
ক বিশ্বব্যাংক খ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
গ হিন্দুস্থান ব্যাংক ঘ সুইস ব্যাংক ক

৬০. সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি কোনটি?
ক যৌক্তিকতা খ সহনশীলতা
গ প্রজ্ঞা ঘ ব্যক্তিত্ব খ

৬১. সমাজের কোনো বিষয় যদি কেউ যৌক্তিক মনে না করে তখন আমরা বলি পাগলামি করছে। এটা কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ খ নৈতিক মূল্যবোধ
গ সামাজিক মূল্যবোধ ঘ শারীরিক মূল্যবোধ ক

৬২. সুশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞান?
ক রাজনৈতিক খ অর্থনৈতিক
গ সামাজিক ঘ সাংস্কৃতিক ক

৬৩. শাসন বিভাগকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কীভাবে সাহায্য করে?
ক যোগাযোগ রক্ষা করে খ আর্থিক সাহায্য করে
গ তথ্য দিয়ে ঘ প্রকৃতিগত সাহায্য গ

৬৪. ই-গভর্নমেন্ট এর শাব্দিক অর্থ কী?
ক ডিজিটাল সরকার খ গণতান্ত্রিক সরকার
গ এককেন্দ্রিক সরকার ঘ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক

৬৫. গভর্নেন্স শব্দটির অর্থ কী?
ক শাসক খ শাসন
গ শাসিত ঘ পরিচালনা খ

৬৬. ই-গভর্নেন্সের একমাত্র লক্ষ্য কী?
ক তথ্য প্রযুক্তি প্রতষ্ঠা খ সুশাসন প্রতিষ্ঠা
গ প্রশাসনের তথ্য প্রযুক্তি ঘ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খ

৬৭. সুশাসনের অন্যতম অন্তরায় কোনটি?
ক মূল্যবোধ খ দুর্নীতি
গ আইনের শাসন ঘ নৈতিকতা খ

৬৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের সক্ষমতা কীসের মাধ্যমে বাড়ানো যায়?
ক সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে খ কলকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম
গ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে গ

৬৯. গভর্নেন্স শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কী?
ক ইন্টারনেট ভিত্তিক গভর্নেন্স খ প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স
গ ডিজিটাল গভর্নেন্স ঘ অনলাইন গভর্নেন্স খ

৭০. অনলাইনে বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্র প্রাপ্তির জন্য নাগরিকগণ আবেদন করে কীভাবে?
ক ই-প্রশাসনের মাধ্যমে খ ই-গণতন্ত্রের মাধ্যমে
গ ই-সেবার মাধ্যমে ঘ ই-লার্নিং এর মাধ্যমে গ

৭১. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কী?
ক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা খ সরকারের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি
গ তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা ঘ রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া ক

৭২. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিককে কীরূপ হতে হয়?
ক সন্ত্রাসী খ দুর্নীতিবাজ
গ সৎ ঘ অসৎ গ

৭৩. সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার কোনটি?
ক ই-লানিং খ ই-গণতন্ত্র
গ ই-গভর্নেন্স ঘ ই-প্রকিইরমেন্ট গ

৭৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনাকে সংক্ষেপে কী বলে?
ক ই-গভর্নমেন্ট খ ই-প্রশাসন
গ ই-সেবা ঘ ই-গণতন্ত্র ক

৭৫. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি?
ক সুশাসন প্রতিষ্ঠা খ নগর রাষ্ট্রগঠন
গ সরকার পরিবর্তন ঘ জেন্ডার সমতা ক

৭৬. বর্তমানে সুশাসন বাস্তবায়নের পথে কোনটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে?
ক ই-কমার্স খ ই-গণতন্ত্র
গ ই-হেলথ ঘ ই-গভর্নেন্স ঘ

৭৭. বিশ্বব্যাংক সুশাসনের জন্য কয়টি সূচক চিহ্নিত করেছে?
ক ৩ টি খ ৪ টি
গ ৫ টি ঘ ৬ টি খ

৭৮. সুশাসনের মূল চাবিকাঠি কোনটি?
ক জবাবদিহিতা খ বিরুদ্ধাচারণ
গ নাগরিক ক্ষমতায়ন ঘ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ক

৭৯. ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে কোনটি বেশি প্রতিষ্ঠা পায়?
ক সরকারে স্বচ্ছতা খ সরকারে জবাবদিহিতা
গ সুশাসন ঘ রাজনৈতিক সাম্য গ

৮০. কোনটিকে তথ্য অবকাঠামোর মেরুদণ্ড বলা হয়?
ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে
গ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঘ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে গ

৮১. কোনটিকে যেকোনো দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করা হয়?
ক সুদক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা খ তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা
গ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ক

৮২. বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর ফলে ব্যাংকিং সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। এটি কীসের উদাহরণ?
ক ই-লার্নিং খ ই-পুলিশিং
গ ইলেকট্রিক ক্যাশ ঘ ই-গভর্নমেন্ট গ

৮৩. সুশাসনের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে কার ওপর?
ক সরকারের সদিচ্ছার ওপর
খ জনগণের সদিচ্ছার ওপর
গ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সদিচ্ছার ওপর
ঘ বিদেশীদের সদিচ্ছার ওপর ক

৮৪. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়-
ক আইনের শাসন না থাকলে খ অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ঘ জনসংখ্যা কম থাকলে ক

৮৫. সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে একান্ত দায়িত্ব পালন করে কে?
ক সরকার খ রাজনীতিক
গ জনগণ ঘ পার্লামেন্ট ক

৮৬. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বৃহদায়তনে অংশগ্রহণকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়?
ক ই-গভর্নমেন্ট খ ই-প্রশাসন
গ ই-সেবা ঘ ই-গণতন্ত্র ঘ

৮৭. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনটিকে নিশ্চিত করা যায়?
ক জনগণের ক্ষমতায়ন খ জীবনমানের উন্নয়ন
গ জবাবদিহিতা ঘ স্বচ্ছতা ক

৮৮. সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কয়টি ক্ষেত্র প্রয়োজন হতে পারে?
ক ২ টি খ ৩ টি
গ ৪ টি ঘ ৫ টি ক

৮৯. নতুন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিককে বিশ্বমানের মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কোন গভর্নেন্স কাজ করে?
ক অনলাইন গভর্নেন্স খ ই-গভর্নেন্স
গ ডিজিটাল গভর্নেন্স ঘ প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স ক

৯০. সরকারি সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগুলো কী রকম হয়?
ক সহজ প্রকৃতি খ জটিল প্রকৃতি
গ সীমাবদ্ধ প্রকৃতি ঘ অতি সহজ প্রকৃতি খ

৯১. ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং নাগরিকদের দাবি ও মতামত গ্রহণ কীসের অংশ?
ক ই-ইলেকশন খ ই-গণতন্ত্র
গ ই-লার্নিং ঘ ই-গভর্নেন্স ঘ

৯২. কোন প্রক্রিয়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং সরকারের কর্মসম্পাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনয়নে সক্ষম?
ক ই-গণতন্ত্র খ ই-গভর্নেন্স
গ ই-লার্নিং ঘ ই-ইলেকশন খ

৯৩. কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের কারণে প্রশাসন কেমন হয়ে উঠবে?
ক গতিশীল খ স্থবির
গ দুর্নীতিপ্রবণ ঘ অতি আনুষ্ঠানিক ক

৯৪. কোন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশের নাগরিক দ্রুত চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন?
ক ই-পুলিশিং খ টেলিমেডিসিন
গ ই-হেলথ ঘ ই-লার্নিং খ

৯৫. কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকগণ ২৪ ঘন্টাই ব্যাংকিং সুবিধা পেতে পারে?
ক ই-লার্নিং খ অনলাইন ব্যাংকিং
গ ই-কমার্স ঘ এম-কমার্স খ

৯৬. ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কার ওপর নির্ভর করে?
ক নাগরিক খ বিদেশি রাষ্ট্রদূত
গ রাজনীতিবিদ ঘ বিচারক ক

৯৭. বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের ফলে তাদের জীবনমান অনেক সহজতর হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারে এ কাজটি কীসের পরিচয় বহন করে?
ক ই-গভর্নেন্স খ ই-গণতন্ত্র
গ ই-ইলেকশন ঘ ই-লার্নিং ক

৯৮. কোনটি সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করে তোলে?
ক ই-গভর্নেন্স খ ই-গণতন্ত্র
গ ই-ইলেকশন পদ্ধতি ঘ ই-লার্নিং ক

৯৯. কোনটি সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করে তোলে?
ক ই-পুলিশিং ব্যবস্থা খ ই-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা
গ ই-লার্নিং ব্যবস্থা ঘ ই-হেলথ খ

১০০. জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত আইন প্রয়োগের চেয়ে কোনটি বেশি কার্যকরী?
ক ই-গভর্নেন্স খ একনায়কতন্ত্র
গ একদলীয় শাসনব্যবস্থা ঘ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ক

১০১. কোনটিকে সুশাসনের প্রাণ বলা হয়?
ক দুর্নীতি দমন খ স্বজনপ্রীতিহীনতা
গ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ঘ শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ ঘ

১০২. কোনটির মাধ্যমে দুর্নীতিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব?
ক ই-শাসন খ ই-সেবা
গ ই-লার্নিং ঘ ই-গভর্নেন্স ঘ

১০৩. ইলেকট্রনিক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত সরকারি অফিসগুলোতে কীসের ব্যবস্থার লক্ষ করা যায় না?
ক টেলিফোন খ ই-মেইল
গ টেলিগ্রাফ ঘ ফ্যাক্স খ

১০৪. পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে কোন ক্ষেত্রে দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে?
ক শিক্ষকতায় খ কৃষিশিক্ষায়
গ তথ্য প্রযুক্তিতে ঘ চিকিৎসা বিজ্ঞান গ

১০৫. নিচের কোনটি সাইবার ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত?
ক ছিনতাই খ ডাকাতি
গ চুরি ঘ ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি ঘ

১০৬. কোনটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা?
ক রাজনৈতিক অস্থিরতা খ আইনের শাসন
গ স্বচ্ছতা ঘ সম-সাম্প্রদায়িকতা ক

১০৭. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা কী?
ক সমন্বয়হীনতা খ পর্যাপ্ত দক্ষ মানবসম্পদ
গ দারিদ্র ঘ কৃষির প্রাচুর্যতা ক

১০৮. VOIP কী?
ক একটি সফটওয়্যার কোম্পানী
খ একটি কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি
গ একটি যোগাযোগ মাধ্যম
ঘ একটি জনস্বার্থমূলক আইন গ

১০৯. তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে হলে কোন বিষয়ে অধ্যায়নের সুযোগ বাড়াতে হবে?
ক ইঞ্জিনিয়ারিং খ ইলেকট্রিক
গ কম্পিউটার বিজ্ঞান ঘ এনথ্রোপলজি গ

১১০. কোনটিকে তথ্য অবকাঠামোর মেরুদণ্ড বলা হয়?
ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে
গ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঘ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে গ

১১১. কোনটি সুশাসনের সমস্যাকে নির্মূল করে?
ক পুঁজি বিনিয়োগ করলে
খ মাথাপিছু আয় কমলে
গ জীবনযাত্রার মান নিম্ন হলে
ঘ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে ঘ

১১২. থমাস এফ গর্ডন ই-গভর্নেন্সকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে কোন বিষয়টির উপর অধিক জোর দিয়েছিলেন?
ক নাগরিক অংশগ্রহণ সহজীকরণ
খ রাষ্ট্রীয় সেবা পদ্ধতির উন্নয়ন
গ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
ঘ স্বচ্ছতা আনয়ন খ

১১৩. আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা
খ সুশাসনের ওপর জোর দেওয়া
গ সামাজিক নিরাপত্তার ওপর জোর দেওয়া
ঘ রাষ্ট্রনায়কের শক্তি বৃদ্ধি করা খ

১১৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে এমন দেশ কোনটি?
ক কানাডা খ সোমালিয়া
গ পাকিস্তান ঘ আফগানিস্তান ক

১১৫. আফ্রিকার কোন দেশটিতে বর্তমানে সুশাসন কার্যকর রয়েছে?
ক উগান্ডা খ মালি
গ চাঁদ ঘ মাদাগাস্কার ক

১১৬. রাষ্ট্র উন্নত হলে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক স্বৈরশাসন খ সুশাসন
গ আইনের অপব্যবহার ঘ দায়িত্বের অবহেলা খ

Home Work

১. নিচের কোনটি সুশাসনের মূলনীতি? [৪৬ তম বিসিএস]
(ক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (খ) কর্তৃত্ববাদী শাসন
(গ) কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (ঘ) স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব — ক

২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নীতিমালা কত সালে পাশ হয়? [৪৬ তম বিসিএস]
(ক) ২০১০ (খ) ২০১১
(গ) ২০১২ (ঘ) ২০১৮ — গ

৩. 'সুশাসন চারটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল'– এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে? [৪৬ তম বিসিএস]
(ক) জাতিসংঘ (খ) জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি
(গ) বিশ্বব্যাংক (ঘ) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক — গ

৪. নিচের কোনটি 'SMART Bangladesh' এর উপাদান? [৪৬ তম বিসিএস]
(ক) Smart Democracy (খ) Smart Politics
(গ) Smart Society (ঘ) Smart Parliament — গ

৫. 'Republic' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [৪৬ তম বিসিএস]
(ক) বার্কলে (খ) জন লক
(গ) ডেকার্ট (ঘ) প্লেটো — ঘ

৬. সুশাসনের পূর্বশর্ত কী? [৪৫ তম বিসিএস]
(ক) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা (খ) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
(গ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা (ঘ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা — ঘ

৭. সুশাসন প্রত্যয়টির উদ্ভাবক কে? [৪৫ তম বিসিএস]
(ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (খ) আই.এল.ও
(গ) বিশ্বব্যাংক (ঘ) জাতিসংঘ — গ

৮. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? [৪৫ তম বিসিএস]
(ক) সামাজিক দিক (খ) অর্থনৈতিক দিক
(গ) মূল্যবোধের দিক (ঘ) গণতান্ত্রিক দিক — খ

৯. সুশানের মূলভিত্তি- [৪৫ তম বিসিএস]
(ক) গণতন্ত্র (খ) আমলাতন্ত্র
(গ) আইনের শাসন (ঘ) মূল্যবোধ — গ

১০. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে-[৪৪তম বিসিএস]
(ক) শুদ্ধভাবে কার্যসম্পাদনের কৌশল
(খ) সরকারী কর্মকর্তাদের আচরণের মানদণ্ড
(গ) সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচারণগত উৎকর্ষ
(ঘ) দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুসৃতব্য মানদণ্ড — গ

১১. বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে—[৪৪তম বিসিএস]
(ক) ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে
(খ) ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে
(গ) ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালাতে
(ঘ) উপরের সবগুলোতে — ঘ

১২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে—[৪৪তম বিসিএস]
(ক) বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় (খ) দুর্নীতি দূর হয়
(গ) প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয় (ঘ) যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় — ক

১৩. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) UNCLOS (খ) UNCTAD
(গ) UNCAC (ঘ) CEDAW — গ

১৪. 'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন—[৪৪তম বিসিএস]
(ক) ডেকার্ট (খ) ডেভিড হিউম
(গ) ইমানুয়েল কান্ট (ঘ) জন লক — গ

১৫. উৎপত্তিগত অর্থে governance শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) ল্যাটিন (খ) গ্রিক
(গ) হিব্রু (ঘ) ফারসি — খ

১৬. সুশাসনের মূল ভিত্তি কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) মূল্যবোধ (খ) আইনের শাসন
(গ) গণতন্ত্র (ঘ) আমলাতন্ত্র — খ

১৭. কোন নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) আত্মস্বার্থবাদ (খ) পরার্থবাদ
(গ) পূর্ণতাবাদ (ঘ) উপযোগবাদ — ঘ

১৮. বাংলাদেশে কত সালে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) ২০১০ (খ) ২০১১
(গ) ২০১২ (ঘ) ২০১৩ — গ

১৯. বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) ৩টি (খ) ৫টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি — গ

২০. মূল্যবোধ দৃঢ় হয়-[৪১তম বিসিএস]
(ক) শিক্ষার মাধ্যমে (খ) সুশাসনের মাধ্যমে
(গ) ধর্মের মাধ্যমে (ঘ) গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে — ক

২১. কে 'কর্তব্যের নৈতিকতা'র ধারণা প্রবর্তন করেন? [৪১তম বিসিএস]
(ক) হ্যারল্ড উইলসন (খ) এডওয়ার্ড ওসবর্ন উইলসন
(গ) জন স্টুয়ার্ট মিল (ঘ) ইমানুয়েল কান্ট — ঘ

২২. সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো-[৪১তম বিসিএস]
(ক) সুশাসন (খ) রাষ্ট্র
(গ) নৈতিকতা (ঘ) সমাজ — ঘ

২৩. 'সুশাসন চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল'।- এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) জাতিসংঘ (খ) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
(গ) বিশ্বব্যাংক (ঘ) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক — গ

২৪. 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক।' –কে এই উক্তি করেন? [৪১তম বিসিএস]
(ক) এইচ. ডি. স্টেইন (খ) জন স্মিথ
(গ) মিশেল ক্যামডেসাস (ঘ) এম. ডব্লিউ. পামফ্রে — গ

২৫. কোন মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত? [৪১ তম বিসিএস]
(ক) সামাজিক মূল্যবোধ (খ) ইতিবাচক মূল্যবোধ
(গ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ — ক

২৬. জাতিসংঘের অভিমত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো– [৪০তম বিসিএস]
(ক) দারিদ্র বিমোচন (খ) মৌলিক অধিকার রক্ষা
(গ) মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন (ঘ) নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা গ

২৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো- [৪০তম বিসিএস]
(ক) সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা
(খ) নিজের অধিকার ভোগ করা
(গ) সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা
(ঘ) নিয়মিত কর প্রদান করা ঘ

২৮. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে- [৪০তম বিসিএস]
(ক) দুর্নীতি দূর হয় (খ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
(গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (ঘ) কোনোটিই নয় খ

২৯. নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন
(খ) শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন
(গ) শাসন প্রক্রিয়া ও নৈতিক শাসন প্রক্রিয়া ঘ
(ঘ) শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন

৩০. কোন বছর ইউ.এন.ডি.পি সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ১৯৯৫ (খ) ১৯৯৭
(গ) ১৯৯৮ (ঘ) ১৯৯৯ খ

৩১. নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) অংশগ্রহণ (খ) স্বচ্ছতা
(গ) নৈতিক শাসন (ঘ) জবাবদিহিতা গ

৩২. সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) অংশগ্রহণ (খ) জবাবদিহিতা
(গ) স্বচ্ছতা (ঘ) সাম্য ও সমতা ঘ

৩৩. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে- [৩৮তম বিসিএস]
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) সুশীল সমাজ
(গ) বিচার বিভাগ (ঘ) প্রশাসন বিভাগ খ

৩৪. নিচের কোনটি নাগরিকের দায়িত্ব? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা
(খ) শিল্প কারখানায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ দেয়া
(গ) দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
(ঘ) রাজনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ক

৩৫. জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হল- [৩৭তম বিসিএস]
(ক) সুশাসন (খ) আইনের শাসন
(গ) রাজনীতি (ঘ) মানবাধিকার ক

৩৬. "সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়" উক্তিটি কার? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) এরিস্টটল (খ) জন স্টুয়ার্ট মিল
(গ) ম্যাককরনী (ঘ) ম্যাকিয়াভেলি গ

৩৭. ইউ.এন.ডি.পি সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ৬টি (খ) ৭টি
(গ) ৮টি (ঘ) ৯টি ঘ

৩৮. সুশাসনের পথে অন্তরায়- [৩৬তম বিসিএস]
(ক) আইনের শাসন (খ) জবাবদিহিতা
(গ) স্বজনপ্রীতি (ঘ) ন্যায়পরায়ণতা গ

৩৯. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে- [৩৬তম বিসিএস]
(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (খ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
(গ) সামাজিক উন্নয়ন (ঘ) সবগুলোই খ

৪০. সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে– [৩৬তম বিসিএস]
(ক) সুসম্পর্ক গড়ে তোলে (খ) আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে
(গ) শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে (ঘ) কোনোটিই নয় খ

৪১. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে- [৩৫তম বিসিএস]
(ক) মত প্রকাশের স্বাধীনতা (খ) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
(গ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা (ঘ) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা ক

৪২. 'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) জাতিসংঘ (খ) বিশ্বব্যাংক
(গ) ইউ.এন.ডি.পি. (ঘ) আই.এম.এফ. গ

৪৩. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) সুশাসনের সামাজিক দিক
(খ) সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
(গ) সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
(ঘ) সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক খ

৪৪. Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) টেকসই উন্নয়ন (খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
(গ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন (ঘ) উপরের কোনটিই নয় ক

৪৫. সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর- ২০১৯]
(ক) দারিদ্র্য (খ) অর্থনীতি
(গ) রাজনীতি (ঘ) দুর্নীতি ঘ

৪৬. ই-গভর্নেন্স কী? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০১৯]
(ক) ইফেকটিভ গর্ভনেন্স (খ) ইলেকটেড গর্ভনেন্স
(গ) গর্ভনেন্স (ঘ) ইলেকট্রনিক গর্ভনেন্স ঘ

৪৭. কোনটি সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়? [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A-ইউনিট: ১৫-১৬)]
(ক) সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ (খ) আইনের শাসন
(গ) জবাদিহিতা (ঘ) কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা কাঠামো ঘ

৪৮. সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা সহকারী পরিচালক: ১৫]
(ক) দারিদ্র (খ) অর্থনীতি
(গ) রাজনীতি (ঘ) দুর্নীতি ঘ

৪৯. কোথায় সুশাসন নেই? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন): ১৬]
(ক) যেখানে সচেতনতা নেই (খ) যেখানে শিক্ষা নেই
(গ) যেখানে সংবাদ মাধ্যম নেই (ঘ) যেখানে দেশপ্রেম নেই খ

৫০. সরকার ও জনগণের মধ্যে আয়নার মত কাজ করে কোনটি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা সহকারী পরিচালক: ১৫]
(ক) রাজনীতি (খ) বিরোধী দল
(গ) মামলা (ঘ) মিডিয়া ঘ

Class Test

১. **সুশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞান?**
ক) রাজনৈতিক খ) অর্থনৈতিক
গ) সামাজিক ঘ) সাংস্কৃতিক

২. **সুশাসনের মূল চাবিকাঠি কোনটি?**
ক) জবাবদিহিতা খ) বিরুদ্ধাচারণ
গ) নাগরিক ক্ষমতায়ন ঘ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৩. **আফ্রিকার কোন দেশটিতে বর্তমানে সুশাসন কার্যকর রয়েছে?**
ক) উগান্ডা খ) মালি
গ) চাঁদ ঘ) মাদাগাস্কার

৪. **সুশাসন প্রত্যয়টির উদ্ভাবক কে?**
ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন খ) আই.এল.ও
গ) বিশ্বব্যাংক ঘ) জাতিসংঘ

৫. **'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন—**
ক) ডেকার্ট খ) ডেভিড হিউম
গ) ইমানুয়েল কান্ট ঘ) জন লক

৬. **বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি?**
ক) ৩টি খ) ৫টি
গ) ৪টি ঘ) ৬টি

৭. **সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো-**
ক) সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা
খ) নিজের অধিকার ভোগ করা
গ) সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা
ঘ) নিয়মিত কর প্রদান করা

৮. **কোন বছর ইউ.এন.ডি.পি সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে?**
ক) ১৯৯৫ খ) ১৯৯৭
গ) ১৯৯৮ ঘ) ১৯৯৯

৯. **সুশাসনের পথে অন্তরায়-**
ক) আইনের শাসন খ) জবাবদিহিতা
গ) স্বজনপ্রীতি ঘ) ন্যায়পরায়ণতা

১০. **সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-**
ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
খ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
গ) সামাজিক উন্নয়ন
ঘ) সবগুলোই

উত্তরমালা

১	ক
২	ক
৩	ক
৪	গ
৫	গ
৬	গ
৭	ঘ
৮	খ
৯	গ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।